শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	শিল্প মন্ত্রণালয়	০২	-	০২	-	১	২	৮৮% - ১২৫%	১	২৯.৪৫%

০১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা:** ০২

০২। **সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:**

'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন , ২০১৩' নিয়ে মামলা জনিত কারণে প্রায় দু 'বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II) প্রকল্পের টিপিপিতে নতুন অঙ্গ সংযোজনসহ এর ১ম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএসটিআইসহ রিফাইনারিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি , মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের ২য় সংশোধন এবং মিশ্রণ কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মশালার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের ৩য় সংশোধন করা হয়। সঠিকসময়ে সম্পন্ন করতে না পারায় Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh Phase I প্রকল্পের মেয়াদ দু-ধাপে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং বাস্তবে প্রকল্পটি ৩৪ মাস সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (জানুয়ারি ২০১৫-অক্টোবর ২০১৭)।

০৩। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:**

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১	১) বাজারজাতকৃত ভোজ্যতেলের মধ্যে বোতলজাত তেলের মালিকানা চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও খোলা তেলের মালিকানা সনাক্ত করা যায়নি। কারণ , 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন , ২০১৩' এর বাস্তবায়নের জন্য বাজারে প্রাপ্ত তেলের মালিকানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।	১	১) বাজারজাতকৃত ভোজ্যতেলের মধ্যে খোলা তেলের মালিকানা চিহ্নিত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতঃ তাদেরকে আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।
২	পাইকারি ব্যবসায়ী কর্তৃক একই ড্রামে একাধিকবার ভোজ্যতেল ভরপুর করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সবরবাহ করা হয়। একই ড্রাম বারবার ব্যবহার করায় এবং ড্রাম ভালভাবে পরিস্কার না করায় তেলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার আশংকা থেকে যায়।	২	পাইকারি ব্যবসায়ী কর্তৃক একই ড্রামে একাধিকবার ভোজ্যতেল ব্যবহার করায় এবং তেলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ বিধায় ড্রাম ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।
৩	জুন ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ জনগণের মাঝে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের ব্যবহারের বিষয়টি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারমূলক কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছিল অথচ সাধারণ জনগন এখনো এর উপকারিতা সম্পর্কে তেমন কোন সচেতনতা নেই।	৩	সাধারণ জনগণের মাঝে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিভি ,রেডিও, দৈনিক পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা বিশেষ করে হাওড় অঞ্চল , পাহাড়ী জনগোষ্ঠীসহ নির্ধারিত এলাকায় কর্মশালা আয়োজন করা যায়।

Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ৩১, মার্চ, ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : **Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)**

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়ন সংস্থা : শিল্প মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়কাল ও ব্যয় : জুলাই ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৮ ইং

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের %)
মূল সর্বমোট টাকা (বৈ:মু:)	সর্বশেষ সংশোধিত সর্বমোট টাকা (বৈ: মু:)	সর্বমোট টাকা (বৈ: মু:)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৭৫৭.৯২	২২৭৬.১০	২২৭৫.৯৩	জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫	জুলাই ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৮	জুলাই ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৮	২২৭৫.৭৩ (২৯.৪৫%)	১৫ মাস (১২৫%)

৫। প্রকল্পের অবস্থান : শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

৬। প্রকল্পের অর্থায়ন : গেইন-বাংলাদেশ ও জিওবি (সম্পূর্ণ অনুদান)।

৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন : পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	প্রধান আইটেম/ অংগভিত্তিক কার্যক্রম	পরিমান	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি %		পার্থক্যের কারণ
				আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	৪৭০০	প্রকল্প ভাতা	৬ জন	২৮.৮৬		৩০.৩১	১০৫.০৩%	জাতীয় বেতন স্কেলে মূল বেতন বৃদ্ধি
২.	৪৮০১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	৯২.০৪		৯১.০৪	৯৮.৯২%	
৩.	৪৮১৬ /৪৮১৭	কার্যক্রম সম্পর্কিত সহযোগিতা (Program Related Support)	থোক	১৫১.২০		১৫০.৮০	৯৯.৭৪%	
৪.	৪৮৩৩	Fortification Launching Other Advocacy	থোক	৪২.৫০		৪১.২০	৯৬.৯৫%	
৫.	৪৮৪০	কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্ট্যাডি ট্যুর, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কমিটি সভা ও নিয়মিত প্রকল্প সভা	থোক	২২১.৪৪		২২০.৮০	৯৯.৭১%	
৬.	৪৮৪০	কারিগরি সহায়তা (TA)	থোক	১১৪.০২		১১৩.৮০	৯৯.৮১%	
৭.	৪৮৭৮	সামাজিক বিপণন ও যোগাযোগ, এ্যাডভোকেসি, সার্ভে, বার্ষিক নিরীক্ষা ও আন্ত: মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন	থোক	২৪১.১৯		২৪৩.১০	১০০.৮০	গেইন কর্তৃক সরাসরি ব্যয়

ক্রঃ নং	কোড নং	প্রধান আইটেম/ অংগভিত্তিক কার্যক্রম	পরিমান	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি %		পার্থক্যের কারণ
				আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৮.	৪৮৯৯	Other Direct Costs (ODCs)	থোক	৩৫৬.১৮		৩৫৫.১০	৯৯.৭০%	
৯.	৪৮৯৯	মনিটরিং ব্যয়	থোক	১১১.০০		১১২.১০	১০০.৯৯%	
১০.	৪৮০১	GAIN Costs Recovery (৭.৩%)	থোক	১১০.১০		১০৯.৯১	৯৯.৮৩%	
১১.	৪৮৪৬	ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিংএজেন্ট	থোক	২০.৩৬		২০.৩৬	১০০%	
১২.	৪৮৪৬	প্রিমিক্স এর পরিবহন ব্যয়	থোক	০		০		
১৩.	৬৮০৭	যানবাহন ট্যাক্স	জীপ-১, মাইক্রো বাস-১	২.৫৭		২.৪৩	৯৪.৫৬%	
১৪.	৬৮০৭	যানবাহন ইন্স্যুরেন্স	জীপ-১, মাইক্রো বাস-১	৪.৩২		৩.৮৮	৮৯.৮২%	
১৫.	৬৮১৩	ইক্যুইপমেন্ট	থোক	১০৮.০৬		১১১.১৩	১০২.৯১%	
১৬.	৬৮১৫	কম্পিউটার (ল্যাপটপ-২, ডেস্কটপ-২ ও অন্যান্য আইটি সরঞ্জাম)	৪	৩.০০		১.০০	৩৩.৩৪%	
১৭.	৬৮২১	অফিস ফার্ণিচার (টেবিল-১, চেয়ার-৫, আলমারি-১, কম্পু: টেবিল-১, বুকসেল্ফ-১, সোফাসেট-১)	১০ সেট	২.৫৩		২.০৪	৮০.৬৪%	
১৮.	৬৮২৭	ষ্ট্যান্ড ফ্যান	২টি	০.১০		০.১০	১০০%	
১৯.	৬৮৫১	ভিটামিন-এ প্রিমিক্স	১২ মে. টন	৬৫৯.৪৩		৬৫৯.৪৩	১০০%	তন্মধ্যে ৯.৫০ মে. টন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় এবং ২.৫০ মে. টন দাতা সংস্থা গেইন কর্তৃক সরাসরি ক্রয়
২০.	৭৯০১	মোট (সিডি+ভ্যাট)	থোক	৭.২০		৭.২০	১০০%	
		সর্বমোট=		**২২৭৬.১০**		**২২৭৫.৭৩**	**৯৯.৯৯%**	

৮. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:

প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় সয়াবিন, পাম অলিন ও রাইস ব্রান ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ এর উপস্থিতি পরিমিত মাত্রায় (১৫-৩০ পিপিএম) বোতলজাত তেলে (৯৫%) পাওয়া গেলেও খোলা তেলে অর্থাৎ ড্রামজাত তেলে ভিটামিন ‘এ’ এর উপস্থিতি নগণ্য (২/৩ অংশ তেল পরিমিত মাত্রার নিচে) পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে।

খোলা তেলে ভিটামিন-এ এর উপস্থিতি পরিমিত মাত্রায় না পাওয়ায় ড্রামের মালিকানা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে জিওবি খাতে ড্রাম ব্যবস্থাপনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা ও মনিটরিং ব্যবস্থা জেরদার করা প্রয়োজন।

৯. প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৯.১ প্রকল্পের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেনা' বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দারিদ্র বিমোচন, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি, নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের মাধ্যমে জাতিসংঘের এমডিজি'র ৪নং লক্ষ্য পূরণে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

'জাতীয় অনুপুষ্টি জরিপ ২০১১-২০১২' অনুযায়ী অনুপুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে অপুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং শীঘ্রই এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছবে। যদিও এ সমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কৌশল বিগত সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে অনুপুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা এখনও অনেক বেশি এবং জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভিটামিন-এ মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ভিটামিন-এ ঘাটতিজনিত কারণে শিশুদের রাতকানা, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া ও ঘন ঘন ডায়রিয়া হয়ে থাকে। 'জাতীয় অনুপুষ্টি জরিপ ২০১১-২০১২' অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাক-স্কুল শিশু, স্কুলগামী শিশু ও কিশোরীদের যথাক্রমে ২০.৫%, ২০.৯% ও ৫.৪% ভিটামিন-এ ঘাটতি রয়েছে।

এ ঘাটতি মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ প্রিমিক্স সহজেই দ্রবণীয় এবং প্রতিটি মানুষই প্রতিদিন কিছু পরিমাণ (প্রতিদিন ২৪.৪০ গ্রাম) ভোজ্যতেল গ্রহণ করে থাকে। ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল গ্রহণের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের ভিটামিন-এ ঘাটতিজনিত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০২ সালে জাতিসংঘের একটি বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) এর অনুদানে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-I)' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ২ ৪২২.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৩১৮.০১ লক্ষ ও পিএ: ২১০৪.১৯ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুযারি ২০১০ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে মাত্র ১৬টি রিফাইনারি ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও কতিপয় বড় রিফাইনারি ব্যয় বৃদ্ধির অজুহাতে এ কার্যক্রম হতে বিরত থাকে। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে পরবর্তীতে ২য় পর্যায় (Phase-II) প্রকল্পটি মোট ২২৭৬.১০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৬০৯.২০ লক্ষ ও পিএ: ১৬৬৬.৯০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন-২০১৩' এর আওতায় 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ বিধিমালা-২০১৫' এবং বর্ণিত আইনকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯' এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৪০টি রিফাইনারির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর , বিএসটিআই ও রিফাইনারিসমূহকে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ফর্টিফিকেশন লোগো তৈরি করা হয়েছে।

৯.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের ভিটামিন-এ স্বল্পতাজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ এবং ৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুহার ও মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার হ্রাসকরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ;

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

(ক) দেশে ১০০ ভাগ জনসংখ্যার বিশেষ ত: ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু, ৫-১৪ বছর বয়সের বালিকা এবং প্রজনন ক্ষমতার বয়সী মহিলাদের জন্য সহনীয় মাত্রায় ভিটামিন-এ সংমিশ্রণের মাধ্যমে দেশের প্রায় শতভাগ ভোজ্য পাম তেল, সয়াবিন তেল ও রাইস ব্রানে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ;

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে বিএসটিআই (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট) ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং সামাজিক যোগাযোগের (এসএসসি) মাধ্যমে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহারের উপকারিতার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা;

১০. প্রকল্পের অনুমোদন

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক 'Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা

প্রকল্পের টিএপিপি মোট ১৭৫৭.৯২ ল ক্ষ টাকা (জিওবি: ২৪৯.৭৪ ল ক্ষ ও পিএ: ১৫০৮.১৮ ল ক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদে বিগত ১৭/১১/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর কতিপয় বড় রিফাইনারি মালিক মহামান্য হাইকোর্টে এ আইনের বিরোধিতা করে রীট মামলা দায়ের করেন। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এ আইনের বিরম্নদ্ধে রীট মামলা মহামান্য হাইকোর্ট খারিজ করে। এতে প্রায় দু'বছর সময় অতিক্রা ন্ত হওয়ায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অসম্পন্ন থেকে যায়। এ প্রেক্ষাপটে বর্ণিত প্রকল্পের ১ম সংশোধিত টিএপিপিতে নতুন অঙ্গ সংযোজনসহ মোট ২১৭৮.৩১ লক্ষ (জিওবি: ৬৭০.১৩ লক্ষ ও পিএ: ১৫০৮.১৮ ল ক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বিগত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের ১ম সংশোধিত টিএপিপি'র আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশকৃত 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' বা স্তবায়নের লক্ষ্যে বিএসটিআইসহ রিফাইনারিসমূহের স ক্ষমতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের ২য় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ২য় সংশোধিত টিএপিপি মোট ২২৩২.৩২ ল ক্ষ (জিওবি: ৬০৯.২০ লক্ষ ও পিএ: ১৬২৩.১২ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বিগত ২৮/০৩/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের আওতায় বিএসটিআই এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও রিফাইনারিসমূহের প্রডাকশন ম্যানেজার/টেকনিশিয়ানদের ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ মিশ্রণ কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মশালার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত টিএপিপি মোট ২২৭৬.১০ ল ক্ষ (জিওবি: ৬০৯.২০ ল ক্ষ ও পিএ: ১৬৬৬.৯০ ল ক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০৫/১১/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩য় সংশোধিত টিএপিপি'র বা স্তবায়ন মেয়াদকাল ৬ (মাস) অর্থাৎ জুলাই ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৩ হতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৭/০১/২০১৮ তারিখে বৃদ্ধি করা হয়।

১১. প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৯.৯৯%

ক) সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড়	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পিএ	ভৌত %		মোট	টাকা	পিএ	ভৌত %
২০১৩-১৪	৭৯০.৬৩	৭৬.৩২	৭১৪.৩১	-	২২৪.২৯	২২৪.২৯	-	২২৪.২৯	২৮.৩৭%
২০১৪-১৫	৭৮৫.৫১	১১৩.৭৪	৬৭১.৭৭	-	২২৫.৫৩	২২৫.৫৩	১৬.২৪	২০৯.২৯	২৮.৭২%
২০১৫-১৬	১৮১.৭৮	৫৯.৬৪	১২২.১০	-	৩০৭.৪৩	৩০৭.৪৩	২.৫	৩০৪.৯৩	১৬৯.১৩%
২০১৬-১৭	১৪৫০.১১	৫৬৫.৫০	৮৮৪.৬১	-	১৪৫০.১১	১৪৫০.১১	৫৬৫.৫০	৮৮৪.৬১	১০০%
২০১৭-১৮	৬৮.৭৪	২৪.৯৬	৪৩.৭৮	-	৬৮.৭৪	৬৮.১৬	৪৩.৭৮	৪৩.৭৮	৯৯.১৬%

১২. প্রকল্প মূল্যায়ন প্রক্রিয়া :

প্রকল্পের আওতায় ভোজ্যতেলে (সরিষা, সয়াবিন ও রাইস ব্রান) ভিটামিন-এ পরিমিত মাত্রায় (১৫-৩০ পিপিএম) সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম ভোজ্যতেল শোধনাগারসমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে করা হয় কিনা তা বিএসটিআই সরেজমিনে মনিটরিং করে থাকে। বিএসটিআই, পিএমইউ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GAIN এর টেকনিক্যাল এক্সপার্টগণ বিনা নোটিশে মিল গেইট হতে বাজারজাতকরণের জন্য প্রস্তুত ভোজ্যতেলের নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআই-এর ল্যাবে পরীা করতঃ এর ফলাফল শিল্প সচিব বরাবর প্রেরণ করে থাকে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে বিভিন্ন রিফাইনারি পরিদর্শন করে শিল্প সচিব মহোদয় বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

আইএমইডি কর্তৃক জুন ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

আইসিডিডিআর,বি কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়, ভোক্তা পর্যায় এবং বাজার হতে ভোজ্যতেলের নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের ওপর একটি মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

এছাড়া, প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য পিআইসি সভা এবং পিএসসি সভা আহবান করা হয়েছে।

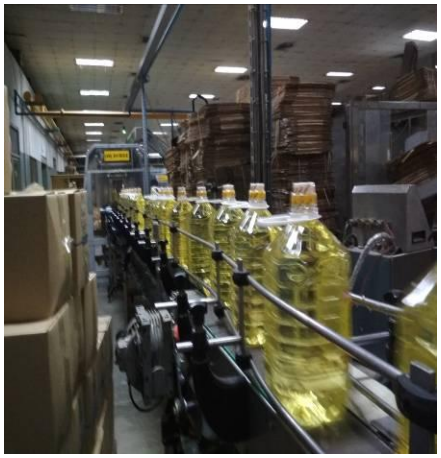
১৩. প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, শিল্প মন্ত্রণালয়, পিএমইউ, বিএসটিআই এবং GAIN এর ঢাকা অফিসসহ সুইজারল্যান্ড ও লন্ডন অফিসের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন রিফাইনারি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। উৎপাদন পর্যায় হতে তাঁরা সরাসরি ভোজ্যতেলের নমুনা করে রিফাইনারির ল্যাবে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা করতঃ অধিকাংশ সময়েই সন্তোষজনক মাত্রায় (১৫-৩০ পিপিএম) ভিটামিন-এ এর উপস্থিতি পেয়েছে।

তবে বাজার হতে সংগৃহীত খোলা ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে ভিটামিন-এ এর উপস্থিতি কোন কোন সময়ে পরিমিত মাত্রার চেয়ে কম পাওয়া গিয়েছে।

১৩.১ প্রকল্প আওতায় নির্মিত স্থাপনার কতিপয় স্থিরচিত্র : কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির আওতায় কোন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়নি।

আইএমইডির পরিচালক জনাব মো: আমিনুল হক গত ২৬/০৬/২০১৮ খ্রি: প্রকল্প অফিস শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। এ ছাড়া তিনি গত ২৭/০৬/২০১৮ খ্রি: তারিখে নারায়নগঞ্জের সিটি গ্রুপের তীর সয়াবিন তেলে ভিটামিন –এ প্রিমিক্সিং ও এর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ও উৎপাদেনর পরিমান সরেজমিনে প্রদর্শন করেন। Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-II)'প্রকল্পের আওতায় সিটি গ্রুপের প্রকৌশলী, কেমিস্ট, ও অপরেটরদের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও এর প্রত্যক্ষ ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা এই প্রশিক্ষণের অবদানের কথা স্বীকার করেন।



চিত্র-১: সিটি গ্রুপের তীর সয়াবিন তেল উৎপাদন প্রক্রিয়া, নারায়নগঞ্জ।



চিত্র-২: সিটি গ্রুপ কারখানায় মজুদ ভিটামিন-এ ২৫° তাপমাত্রায় সংরক্ষণ।



চিত্র-৩: সিটি গ্রুপ কারখানায় মজুদ ভিটামিন-এ প্রিমিক্সিং ও এর উপস্থিতি পরীক্ষা।



চিত্র-৪: সিটি গ্রুপ কারখানায় ভিটামিন -এ প্রিমিক্সিং করণ।



চিত্র-৫: সিটি গ্রুপ কারখানায় মজুদ ভিটামিন-এ প্রিমিক্সিং ও এর ফ্লোচার্ট কম্পউটারে মনিটরিং।



চিত্র-৬: সিটি গ্রুপ কারখানায় মজুদ ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ সয়াবিন তৈল ড্রামজাতকরণ।



চিত্র-৭: ফরটিফিকেশন অব এডিবল ওয়েল ইন বাংলাদেশ এর প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি সর্ম্পকে মত বিনিময়।



চিত্র-৮: ফরটিফিকেশন অব এডিবল ওয়েল ইন বাংলাদেশ এর সহকারি ব্যবস্থাপক ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি সর্ম্পকে মত বিনিময়।



চিত্র-৯: সিটি গ্রুপ কারখানায় ভিটামিন - এ এর পরিমাপ হিসাব যন্ত্র।

১৩.২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তরফদার	যুগ্ম-প্রধান,শিল্প মন্ত্রণালয়	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১-০৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৬
২।	মোহাম্মদ তাসারফ হোসেন ফরাজী	যুগ্ম-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-০৩-২০১৮

১৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
(ক) দেশে ১০০ ভাগ জনসংখ্যার বিশেষত: ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু, ৫-১৪ বছর বয়সের বালিকা এবং প্রজনন ক্ষমতার বয়সী মহিলাদের জন্য সহনীয় মাত্রায় ভিটামিন-এ সংমিশ্রণের মাধ্যমে দেশের প্রায় শত ভাগ ভোজ্য পাম তেল , সয়াবিন তেল ও রাইস ব্রানে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ;	(ক) আইসিডিডিআর,বি কর্তৃক উৎপাদন পর্যায়, ভোক্তা পর্যায় এবং বাজার হতে ভোজ্যতেলের নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমের ওপর একটি মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। উক্ত সমাক্ষায় বোতলজাত ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে ৯৫% পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন-এ পাওয়া গিয়েছে। তবে খোলা তেলের ২/৩ ক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন-এ পাওয়া যায়নি। (খ) প্রকল্পের আওতায় 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' এবং এ সংক্রান্ত্ব বিধিমালা জারির মাধ্যমে সকল রিফাইনারির জন্য ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (গ) চালু সকল রিফাইনারি প্রকল্পের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।
(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে বিএসটিআই (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট) ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং সামাজিক যোগাযোগের (এসএসসি) মাধ্যমে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল ব্যবহারের উপকারিতার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা;	(ঘ) বিএসটিআই, পিএমইউ এবং রিফাইনারি'র টেকনিশিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশি প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। (ঙ) বিএসটিআই ও পিএমইউ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভারতে ৭দিনের ১টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। (চ) জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ও শিল্প সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

	(ছ) সাতটি বিভাগীয় শহরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় চেম্বারের প্রতিনিধি ও প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অংশগ্রহণে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। (জ) দেশের ৪৩টি জেলায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, সিভিল সার্জেন এর সম্মেলন কক্ষ ও পিটিআই-এর সম্মেলন কক্ষ এবং এইচএসটিটিআই, ময়মনসিংহ-এর সম্মেলন কক্ষে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, স্থানীয় চেম্বারের প্রতিনিধি ও প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষর্ণাথীদের অংশগ্রহণে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। (ঝ) ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের উপকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন লিফ-লেট, পোস্টার, ড্যাংলার, বহুল প্রচারিত ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ৮টি টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। (ঞ) টেকনাফ হতে তেতুঁলিয়া পর্যন্ত রোড-শো এর মাধ্যমে (ঝ)ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের উপকারিতা প্রচার করা হয়।

১৫. প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী):

১) প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GAIN কর্তৃক সরাসরি ২.৫০ মে. টন ভিটামিন-এ প্রিমিক্স ক্রয় করতঃ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন রিফাইনারি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

২) প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GAIN কর্তৃক ১টি HPLC ও ১২টি i-checkcroma মেশিন সরাসরি ক্রয় করতঃ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই ও ৬টি বড় রিফাইনারিতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

৩) জিওবি অর্থায়নে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ৯.৫০ মে. টন ভিটামিন-এ প্রিমিক্স ক্রয় করতঃ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের আওতায় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী বিভিন্ন রিফাইনারি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

১৬. প্রাপ্ত সমস্যা :

১) বাজারজাতকৃত ভোজ্যতেলের মধ্যে বোতলজাত তেলের মালিকানা চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও খোলা তেলের মালিকানা সনাক্ত করা যায়নি। কারণ, 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' এর বাস্তবায়নের জন্য বাজারে প্রাপ্ত তেলের মালিকানা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

২) পাইকারি ব্যবসায়ী কর্তৃক একই ড্রামে একাধিকবার ভোজ্যতেল ভরপুর করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সবরবাহ করা হয়। একই ড্রাম বারবার ব্যবহার করায় এবং ড্রাম ভালভাবে পরিস্কার না করায় তেলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

৩) জুন ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সুপারিশ নং 'i.' অনুযায়ী সাধারণ জনগণের মাঝে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের ব্যবহারের বিষয়টি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারমূলক কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছিল অথচ সাধারণ জনগন এখনো এর উপকারিতা সম্পর্কে তেমন কোন সচেতনতা নেই।
৪) উক্ত প্রভাব মূল্যায়নের vii নং অনুযায়ী খুচরা বাজারে ভিটামিন –এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলে ভিটামিন –এ এর উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি।

১৬.২ সুপারিশমালা:

১) বাজারজাতকৃত ভোজ্যতেলের মধ্যে খোলা তেলের মালিকানা চিহ্নিত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতঃ তাদেরকে আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন ১৬(১)।

২) পাইকারি ব্যবসায়ী কর্তৃক একই ড্রামে একাধিকবার ভোজ্যতেল ব্যবহার করায় এবং তেলের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ বিধায় ড্রাম ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন ১৬(২)।

৩) সাধারণ জনগণের মাঝে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেলের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিভি,রেডিও, দৈনিক পত্রিকায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা বিশেষ করে হাওড় অঞ্চল, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীসহ নির্ধারিত এলাকায় কর্মশালা আয়োজন করা যায় ১৬(৩)।

৪) প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী পর্যায়ের চলমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড সিপিএম মেথডে অনুসরণ করে উপযুক্ত একটি বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে আইএমইডিকে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

৫) প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি ছক-০৫ এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি ছক-০৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়িমিতভাবে অবশ্যই আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে

৬) উপরোক্ত সুপারিশ/মতামত ১-৫ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ৩০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।

Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh Phase I **শীর্ষক** সমাপ্তি **প্রকল্পের** মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১।	**প্রকল্পের নাম**	Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh Phase I
২।	**প্রকল্পের অবস্থান**	জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ**	শিল্প মন্ত্রণালয়
৫।	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়**	জুলাই ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭ (প্রকৃত বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি ২০১৫-অক্টোবর ২০১৭; মোট ব্যয়-১০৯০.৭৩ লক্ষ টাকা

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)**
মূল (প্রঃ সাঃ)	**সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)**		**মূল**	**সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৭৮.৯০	১১৭৮.৯০	**১০৯০.৭৩**	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৫	জুলাই ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	জানুয়ারি ২০১৫-অক্টোবর ২০১৭	মোট বাজেট ১১৭৮.৯০ এর বিপরীতে মোট ব্যয় ১০৯০.৭৩	মোট বাস্তবায়নকাল ৩৪ মাস (৮৮%)

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	**Tender/Bid/Proposal Cost (in crore taka)**		**Tender/Bid/Proposal**		**Date of Completion of workers/services and supply of goods**	
	As per PP	**Contracted value**	**Invitation Date**	**Contract signing/ L.C opening date**	**As per contract**	**Actual**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
WP1: Scoping Study	Total cost for international consultancy = 3.15 Crore BDT	**cost for international consultancy= 5.25 Crore BDT**	16.3.15	**8.4.15**	15.6.15	**0.7.15**
WP1: Economic Impact Study			12.5.15	**.11.15**	31.3.16 (extension till 30.6.16)	**0.6.16)**
WP1: Environmental Impact Study			12.5.15	**.11.15**	18.3.16 (extension till 31.3.17)	**1.3.17**

WP2: Plan the management of hazardous materials			4.1.16	**5.2.16**	28.7.16 (extension till 28.2.17 for report 2)	**16 (report-1) 2.2.17 eport-2)**
			3.3.16	**1.4.16**	30.10.16 (for report-3)	**4.10.16**
WP3: Refinement of Government One-Stop Service (GOSS)			20.3.15	**4.5.15**	30.6.15 (extension till 31.12.15)	**1.12.15**
WP4: Development of training for health, safety and environmental compliance			20.5.15	**0.9.15**	15.1.16 (extension till 15.3.16)	
WP5: Prepare Project Document for phase II of the project			1.9.16	**.11.16**	22.12.16	**2.12.16**
Lead Consultant (for overall technical support for all WPs)			1.9.15	**.10.15**	31.3.17	**1.3.17**

Note: অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা **International Maritime Organization (IMO)** এর উপর ন্যস্ত ছিল। সে আলোকে প্রকল্পের সমস্ত খরচ **IMO** কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। তবে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রজেক্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রতিটি সভায় প্রকল্পের ব্যয় বিবরণী (ইকোনোমিক কোড/ সাব-কোড অনুযায়ী) অবগতি/ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদিত টিএপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ১৮ মাস (জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৫), পরবর্তীতে দু-ধাপে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং বাস্তবে প্রকল্পটি ৩৪ মাস সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (জানুয়ারি ২০১৫-অক্টোবর ২০১৭)। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন বাজেট উপ-খাতের মধ্যে সমন্বয় করতে হয়েছে।

প্রকল্পের মেয়াদ ১৮ মাস থেকে ৩৪ মাসে উন্নীত করার কারণে একদিকে যেমন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথার্থভাবে অর্জিত হয়েছে এবং জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে, তেমনি এ মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন উপ-খাতের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। IMO আরো উল্লেখ করেছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে (অক্টোবর ২০১৫ এ) প্রকল্পের ফুল-টাইম IMO Project Coordinator এর অন্য পদে যোগদান করার কারণে প্রকল্পের পরবর্তী সময়ের/মেয়াদের জন্য একজন International Consultant নিয়োগ করা হয়-যিনি মূলত: প্রকল্পের কারিগরী বিষয় দেখাশুনা করেছেন এবং IMO এর

অন্য একজন কর্মকর্তাকে IMO Project Coordinator এর অতিরিক্ত দায়িতব প্রদান করা হয়- যিনি মূলত: প্রকল্পের সমন্বয়ের দায়িতব পালন করেন। এ কারণে Consultancy **(**International**)** উপ-খাতে খরচ বৃদ্ধি পায় যা মূলত: একই খাত অর্থাৎ কোড ৪৮৭৪ এর Consultancy **(**National**)** উপ-খাতের সাথে সমন্বয় করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে Staff Salary এবং Others উপ-খাতেও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাস্তব কারণে ১৮ মাস মেয়াদের প্রকল্প ৩৪ মাস মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হলেও যথাযথ আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে প্রকল্পের মোট ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি বরং সকল **deliverables** অর্জিত হওয়ার পরও ৮৮.১৭ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকেছে**,** এবং একই কারণে বিভিন্ন বাজেট উপ-খাতের মধ্যে সমন্বয় করতে হয়েছে।

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের সমূদয় কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৮.১। প্রকল্পের পটভূমি:

বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (Bangladesh Ship Recycling Industry) :

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে বিগত প্রায় তিন দশক ধরে জাহাজ-ভাঙ্গা কার্যক্রম (Ship Breaking) গড়ে উঠেছে। অর্থনীতিতে এ খাতের প্রভূত অবদান এবং এ খাতের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার ২০১১ সালে জাহাজ ভাঙ্গা বা পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে The Ship Breaking and Recycling Rules 2011 জারি করে এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার ৭টি মৌজা নিয়ে 'জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন' এলাকা প্রতিষ্ঠা করে। এ শিল্পজোন এলাকায় প্রায় দেড় শতাধিক জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ ইয়ার্ড থাকলেও বর্তমানে ৫০-৬০ ইয়ার্ড নিয়মিতভাবে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজ করছে।

বর্তমানে বিশ্বের পাঁচটি দেশ যথা-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, চীন, তুরস্ক মূলত: জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ করে থাকে এবং বাংলাদেশ এ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের মার্কেট শেয়ার প্রায় ২৫-৩০%। চীন ২০১৯ সাল থেকে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ ঘোষণা কার্যকর হলে বাংলাদেশের মার্কেট শেয়ার আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ২০০টি জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় এবং এ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন স্ক্যাপ স্টিল পাওয়া যায় - যা কাঁচা লোহার দেশীয় চাহিদার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পূরণ করে থাকে। মূলত: এসব স্ক্যাপ স্টিল রি-রোলিং মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রড, এঙ্গেল, বার ইত্যাদি তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের কাঠামোগত উন্নয়ন (infrastructure development) বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারায় ভবিষ্যতে দেশে রডসহ লৌহজাত ও স্টিল সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এ চাহিদা পূরণের জন্য স্ক্যাপ স্টীলের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে। স্ক্যাপ স্টিল ছাড়াও আমদানিকৃত পুরাতন জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণ ফার্নিচার, তার, মেশিনারিজ, ইলেকট্রনিক্স মালামাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের (inland ship manufacturing industry) অনেক উপাদান জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প থেকে পাওয়া যায়। এ শিল্পের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসা (এসএমই) গড়ে উঠেছে।

এ শিল্পে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দেশজ অর্থনীতিতে এ খাত বছরে প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা যোগ করে এবং এ খাত হতে সরকার বছরে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়ে থাকে। এ ছাড়া এ শিল্প পরোক্ষভাবে স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অর্থনীতিতে এ শিল্পের ব্যাপক অবদান থাকলেও এ শিল্পের দ্বারা পরিবেশ দুষণ হওয়ায় এবং এ শিল্পে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তার অভাব থাকায় প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দূর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং এতে শ্রমিক নিহত/আহত হওয়ার কারণে দেশে-বিদেশে এ শিল্প সর্ম্পকে পরিবেশবাদী সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা নেতিবাচক ধারণা

রয়েছে। এ নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টে একাধিক রীট/ মামলা দায়ের হয়েছে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভিন্ন সময় নানা নির্দেশনা/ আদেশ জারি করেছেন।

এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

সরকার ২০১১ সালে জাহাজ-ভাঙ্গা ও জাহাজ-পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণার পর **Allocation of Business-** এ এসব কার্যক্রমকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এরপর মহামান্য হাইকোর্টের আপীল বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে The Ship Breaking and Recycling Rules 2011 জারি করে।

বর্তমানে উক্ত রুলসের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। মূলত: শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমদানিকৃত জাহাজের অনুকূলে চার ধাপে চারটি অনুমোদন (অনাপত্তি সনদ, পরিদর্শন আদেশ, বিচিং/ সৈকতায়ন অনুমতি এবং কাটিং/ বিভাজন অনুমতি) প্রদান করা হয়।

এছাড়া, প্রচলিত অন্যান্য আইন/ বিধি অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, নৌ-বাণিজ্য অধিপ্তর, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, চট্টগ্রাম পোর্ট, বাংলাদেশ কাস্টমস জাহাজ-পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়- যা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে কার্যকর হয়। এ আইনের আলোকে এ শিল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য 'বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড' এবং 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮ এ উল্লেখ আছে যে, সরকার এ আইন কার্যকর হওয়ার ৩(তিন) বছরের মধ্যে বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) নির্মাণ করবে, এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং এ আইন কার্যকর হওয়ার ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে 'The International Convention on Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009' এর শর্ত পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করবে। শিল্প মন্ত্রণালয় উল্লিখিত আইনের শর্ত পালনের জন্য এবং বর্ণিত হংকং কনভেনশনের শর্ত পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন তথা এ শিল্পের সার্বিক বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সমুদ্র বিষয়ক সংস্থা International Maritime Organization (IMO) ২০০৯ সালে 'The International Convention on Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (HKC), 2009' প্রণয়ন করে। এ কনভেনশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশের সুরক্ষা করে এবং নিরাপদে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ IMO এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত কনভেনশনটি সমর্থন করেছে, তবে এখনো রেটিফাই করেনি। উক্ত কনভেনশনের শর্ত প্রতিপালনে সক্ষমতা অর্জনের জন্য International Maritime Organization, SENSREC প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এ কনভেনশনটি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কার্যকর (entry-into-force) হবে মর্মে আশা করা যায়। তাই জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এ কনভেনশনের শর্ত প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের জন্য এখন থেকেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিবেশ সুরক্ষা এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় International Maritime Organization (IMO) এবং BRS Secretariat, UNEP এর কারিগরী সহায়তায় এবং Norad এবং EU এর আর্থিক সহায়তায় ২০১৫-২০১৭ মেয়াদে 'Safe and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh (SENSREC) Phase I শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হয়। এটি একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ছিল। এ প্রকল্পের জন্য Norad এবং EU অনুদান হিসেবে মোট ১১৭৮.৯০ লক্ষ টাকা প্রদান করে। মোট পাঁচটি ওয়ার্ক প্যাকেজের আওতায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিবেশগত এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংশ্লিস্ট স্টান্ডার্ড এর উন্নয়ন। এ প্রকল্পের ডেলিভারএবল রির্পোটসমূহের তালিকা নি ম্নরূপঃ

i. Economic Impact Study (WP1)
ii. Environmental Impact Study (WP1)
iii. Hazardous Waste Assessment Report (WP2)
iv. Design Options for the Environmentally Sound Management of Hazardous Waste in Chittagong (WP2)
v. Refinement of a Government One-Stop Service (WP3)
vi. Curricula-Training Strategy-Training Needs (WP4a)
vii. Pilot Training of Trainers (WP4b)
viii. Strategy for Sustainable Training (WP4b)
ix. Report of Results of Phase I (WP5a)
x. Document for Implementation of Phase II of SENSREC Project (WP5b)

৮.৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব কাল
মিজ্ ইয়াসমিন সুলতানা, যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়		মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন	না	জুলাই ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭

৮.৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র: মিটিং টেবিল-১টি, চেয়ার-৮টি, ফটোকপি মেশিন-১টি, ল্যাপটপ-১টি।

৯.০। প্রকল্প অনুমোদন: প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-২০.৩৫.০০০০.৫১২.১৪.১২৮.২০১৪-৬২৮; তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৪ মোতাবেক সরকারী আদেশ জারী করা হয়।

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়: **মোট অর্থ বরাদ্দ** ১১৭৮.৯০ লক্ষ টাকা, মোট ব্যয় ১০৯০.৭৩ লক্ষ টাকা।

SENSREC-Bangladesh Project :

পরিবেশ সুরক্ষা এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় International Maritime Organization (IMO) এর কারিগরি সহায়তায় এবং নরওয়েজিয়ান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২০১৫-২০১৭ মেয়াদে ‘Safe and Environmentally sound Ship Recycling in Bangladesh (SENSREC) Phase I শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিবেশগত এবং এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংশ্লিস্ট স্টান্ডার্ড এর উন্নয়ন।

পাঁচটি ওয়ার্ক প্যাকেজের আওতায় বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের ফেইজ-১ এর আওতায় বাংলাদেশের জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic impacts) ও এর পরিবেশগত প্রভাব (Environmental impacts) নিরুপণ করা হয়েছে, জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্প থেকে উৎপাদিত বর্জ্যের ধরণ ও পরিমাণ নির্ণয় (inventory of hazardous waste) করা হয়েছে এবং তার আলোকে এসব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি

Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) নির্মাণের প্রাথমিক পরিকল্পনা (primary plan with cost estimation) প্রস্তুত করা হয়েছে; এছাড়া এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিস্তারিত ' প্রশিক্ষণ কারিকুলাম' প্রস্তুত করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের ডেলিভারএবল রির্পোটসমূহের তালিকা নিমণরূপঃ

i. Economic Impact Study (WP1)
ii. Environmental Impact Study (WP1)
iii. Hazardous Waste Assessment Report (WP2)
iv. Design Options for the Environmentally Sound Management of Hazardous Waste in Chittagong (WP2)
v. Refinement of a Government One-Stop Service (WP3)
vi. Curricula-Training Strategy-Training Needs (WP4a)
vii. Pilot Training of Trainers (WP4b)
viii. Strategy for Sustainable Training (WP4b)
ix. Report of Results of Phase I (WP5a)
x. Document for Implementation of Phase II of SENSREC Project (WP5b)

বর্ণিত রিপোর্টসমূহ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং IMO এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে http://www.imo.org/en/ourwork/environment/majorprojects/pages/ship-recycling.aspx মূলত: এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বেইসলাইন রির্পোট (উপরোক্ত ক্রমিক i-iii) প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ শিল্পের পরিবেশগত এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট স্টান্ডার্ড এর উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইয়ার্ড মালিকগণ তাদের ইয়ার্ড সমূহের কমপ্লায়েন্স (পরিবেশগত এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্র বিষয়ক) অর্জন এবং সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে সচেতন হয়েছে। যা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় এ শিল্পকে বিশ্বমানের উন্নীতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের একটি ইয়ার্ড (PHP Ship Breaking & Recycling Industries) বর্ণিত ফেইজ-১ প্রকল্পের কাজের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের ইয়ার্ডের উন্নয়ন করেছে, ফলস্বরূপ এ শিল্পের কমপ্লায়েন্স বিষয়ক সর্বোচ্চ স্বীকৃতি HKC Compliance Certificate অর্জন করেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইয়ার্ড HKC Compliance Certificate অর্জন করবে মর্মে আশা করা যায়, এবং এ অর্জনের ভিত্তি রচিত হয়েছে বর্ণিত ফেইজ-১ প্রকল্পে মাধ্যমে।

SENSREC Phase I এর ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০১৮ হতে ২(দুই) বছর মেয়াদি SENSREC Phase II প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ফেইজ-২ প্রকল্পে নরওয়েজিয়ান সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে এবং প্রকল্পের ফেইজে-২ এর আওতায় জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ফেইজ-১ এর আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম অনুসরণে ৭০০ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং ২০০ জন প্রশিক্ষককে টিওটি এর মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ কর্তৃক হংকং কনভেনশন রেটিফিকেশন এবং এ কনভেনশন প্রতিপালন বিষয়ে উক্ত প্রকল্পের আওতায় একটি রোড-ম্যাপ প্রস্তুত করা হবে।

হংকং কনভেনশনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য থেকে যে পরিবেশ দুষণ হয় তা রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য এ শিল্প থেকে উৎপাদিত বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রামে একটি Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) নির্মাণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে উক্ত TSDF নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা যাচাইয়ের জন্য (Feasibility study) মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে একটি সমীক্ষা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সমীক্ষা-যাচাই প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

১১। সুপারিশ:

ক) ইয়ার্ডসমূহের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা, কমপ্লায়েন্স অর্জনের মাধ্যমে দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন এবং বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ এর বিধান মোতাবেক এ আইন কার্যকরের সর্বোচ্চ ০৫ বছরের মধ্যে হংকং কনভেনশনের শর্ত প্রতিপালনের সক্ষমতা অর্জন করার আইনী বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য ইয়ার্ডসমূহের কাঠামোগত ও কারিগরি উন্নয়ন করা (development of physical and technical infrastructure), শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন তথা জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের টেকসই ও কার্যকর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রকল্পটি ভিত্তি রচনা করেছে। এই প্রকল্পের সফলতাকে ভিত্তি করে জাহাজ শিল্পের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

খ) Treatment, Storage & Disposal Facility (TSDF) নির্মাণ প্রকল্পের সমীক্ষা যাচাইয়ের জন্য (Feasibility study) মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে সমীক্ষা যাচাই প্রকল্পটি যথাসম্ভব দ্রুত অনুমোদন করতে হবে।